অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র
MIGRANT RESOURCE CENTRE

টাকা কথা বলে, এর ভাষা শিখুন!

আর্থিক ব্যবস্থাপনা শিক্ষা

আর্থিক ব্যবস্থাপনা শিক্ষা হলো ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান। এটি আর্থিক জালিয়াতি থেকে সুরক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যত সুরক্ষিত আর্থিক পরিকল্পনা- দুটোই করতে সাহায্য করে। আর্থিক ব্যবস্থাপনার শিক্ষা গ্রাহকদের আর্থিক বাজারে বিভিন্ন পণ্য এবং বিনিয়োগের উপযোগিতা মূল্যায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদান করে।

অভিবাসী ও তাদের পরিবারের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা শিক্ষা প্রদানের কারণ

- অভিবাসী এবং তাদের পরিবারের দীর্ঘমেয়াদী জীবিকার জন্য নিজ দেশে নিরাপদ অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থানের জন্য সর্বাধিক সুযোগ তৈরি করা ;
- গন্তব্য দেশ এবং নিজ দেশে অভিবাসীদের একীভূতকরণ ও পূণরেকত্রীকরণে সহায়তা করা ;
- রেমিট্যান্সের মাধ্যমে সম্পদের বৈষম্য হ্রাসকরণ;
- রেমিট্যান্সের কার্যকর ব্যবহারকে উৎসাহিতকরণ;
- দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ এবং সঞ্চয়কে জোরদার করা;
- আর্থিক পরিসেবায় সহজ এবং সমান সুযোগ তৈরি করা;
- উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সুযোগ তৈরি করা;

আর্থিক ব্যবস্থাপনা শিক্ষার উপকারিতা

মৌলিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা শিক্ষা আপনাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে সাহায্য করে। এর মধ্যে রয়েছে অর্থ সঞ্চয়, চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তার মধ্যে পার্থক্য, বাজেট পরিচালনা, বিল পরিশোধ, বাড়ি কেনা, কলেজেন ফি প্রদান এবং অবসরকালীন পরিকল্পনা। এই শিক্ষা আপনাকে এমন একটি বাস্তবসম্মত রোডম্যাপ তৈরি করতে সহায়তা করে যা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সঠিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা শিক্ষা আপনার আর্থিক জালিয়াতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। কিছু প্রস্তাব বিশ্বাস করা সহজ, বিশেষ করে যখন তা এমন কারও থেকে আসে যাকে আপাতদৃষ্টিতে জ্ঞানী ও শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপনা শিক্ষার একটি মৌলিক স্তর হলো আপনাকে কঠিক বিপদ চিহ্নিত করতে এবং অন্তত, কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টার সাথে কথা বলতে সাহায্য করবে।

অভিবাসনের আলোকে আর্থিক ব্যবস্থাপনার ২ টি দিক রয়েছে

অভিবাসনের সর্বোচ্চ উপকারিতা নিশ্চিত করা:

- বাজেট, লক্ষ্য নির্ধারণ এবং আর্থিক পরিকল্পনার মাধ্যমে রেমিট্যান্সের যথাযথ ব্যবহার;

অভিবাসনের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসকরণ:

- পারিবারিক সম্পর্কের উপর অভিবাসনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় অভিবাসী এবং তাদের পরিবারের সাথে অভিবাসনের নেতিবাচক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা;

অর্থনৈতিক লক্ষ্য নির্ধারণ

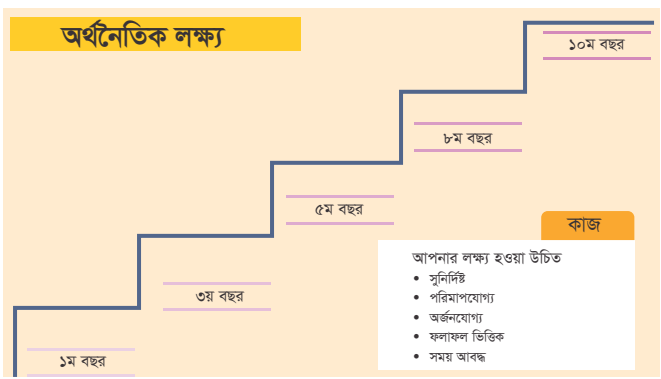

পূণরেকত্রীকরণে বাধাসমূহ

- অভিবাসী এবং তাদের পরিবারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য সঞ্চয়ের অভাব
- ব্যবসায়/বিনিয়োগে ব্যর্থতা
- পারিবারিক সমস্যার কারণে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়
- পূণরেকত্রীকরণের জন্য মনস্তাত্ত্বিক/মানসিক প্রস্তুতির অভাব/ পরিবারের সাথে আত্মিক বন্ধনের অভাব
- নিজ এলাকায় অর্থনৈতিক সুযোগের অভাব

অভিবাসন

অভিবাসন হলো বসবাস বা কাজের উদ্দেশ্যে এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় স্থানান্তরের একটি প্রক্রিয়া। চাকরি, আবাস বা অন্য কোনও কারণে নিজ আবাসস্থল থেকে অন্য শহরে, রাজ্যে বা দেশে যাওয়াকে অভিবাসন বলা হয়।

অভিবাসনের সামাজিক প্রভাব

দেশে আসার পর অভিবাসীরা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন যেমন নতুন কাজ এবং নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো, ভাষার প্রতিবন্ধকতা, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সেবা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব এবং সেবা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক মর্যাদা হারানোর ভয়, বৈষম্য এবং প্রান্তিককরণের মতো বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।

অভিবাসনের অর্থনৈতিক প্রভাব

অভিবাসনের অর্থনৈতিক প্রভাব ক্ষেত্রবিশেষে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। প্রেরণকারী দেশগুলি স্বল্প মেয়াদে লাভ এবং লোকসান উভয়ের মুখোমুখি হতে পারে তবে দীর্ঘমেয়াদে লাভের সম্ভাবনা থাকে।

গ্রহণকারী দেশগুলোর জন্য অস্থায়ী কর্মী স্বল্পতা দূর হয় তবে এর ফলে স্থানীয় বাজারে মজুরির পরিমাণ কমে যেতে পারে এবং তা জনকল্যাণে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

অভিবাসন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

২০১৫ সালে, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলি বৈশ্বিক দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস এবং বিশ্বকে আরো টেকসই পথে রাখার জন্য একটি আহ্বান জানায় যা হলো; টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ সালের এজেন্ডা। এই বিস্তৃত অঙ্গীকার ১৭টি নির্দিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করে এবং এই উচ্চাভিলাসী কিন্তু অর্জনযোগ্য এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ আহরোনের বিভিন্ন উপায় প্রস্তাব করে। এগুলোর মধ্যে এসডিজি ১০ (দেশের মধ্যে এবং দেশগুলোর মধ্যে বৈষম্য হ্রাস) বিশেষভাবে নিরাপদ অভিবাসনকে বোঝায়।

এসডিজি-১০-এর ১০টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা ১০.সি যার মানে হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে অভিবাসী রেমিট্যান্সের আদান প্রদানের খরচ ৩% এরও নিচে নামিয়ে আনা হবে এবং ৫% এর বেশি খরচ হয় এমন রেমিট্যান্স করিডোরসমূহ নির্মূল করা হবে।

রেমিট্যান্স

রেমিট্যান্স বলতে বোঝায় অন্যের কাছে যে টাকা পাঠানো বা স্থানান্তর করা হয়। রেমিট্যান্স শব্দটি রেমিট শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার মানে ফেরত পাঠানো। তারের মাধ্যমে ট্রান্সফার, ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম, মেইল, ড্রাফট বা চেকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানো যেতে পারে।

ইনভয়েস বা অন্য যেকোনো প্রদত্ত অর্থ-এর ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু শব্দটি সাধারণত অভিবাসী দ্বারা নিজ দেশে অবস্থিত পরিবারের সদস্যদের কাছে পাঠানো অর্থকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ[i]

Overseas Employment & Remittances (1976 to 2020)

Up to May. 2020

Year	KSA	UAE	Kuwait	Oman	Qatar	Bahrain	Lebanon	Jordan	Libya	Sudan	Malaysia	Singapore	S.Korea	UK	Italy	Japan	Egypt	Brunei	Mauritius	Iraq	Others	Misc. Clearance	Total Employment	Remittances*	
																								Million USD	Crore Tk.
1976	217	1,989	643	113	1,221	335	-	-	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,396	-	6,087	23.71	35.85
1977	1,379	5,819	1,315	1,492	2,262	870	-	-	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,870	-	15,725	82.79	125.16
1978	3,212	7,512	2,243	2,877	1,303	762	-	-	2,394	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,483	-	22,809	106.90	165.59
1979	6,476	5,069	2,298	3,777	1,383	827	-	-	1,969	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	2,586	-	24,495	172.06	266.95
1980	8,695	4,847	3,687	4,745	1,455	1,351	-	-	2,976	-	3	385	-	-	-	-	-	-	-	-	1,929	-	30,073	301.33	492.95
1981	13,384	6,418	5,464	7,352	2,268	1,392	-	-	4,162	-	-	1,083	-	-	-	-	-	-	-	-	14,264	-	55,787	304.88	620.74
1982	16,294	6,863	7,244	8,248	6,252	2,037	-	-	2,071	-	-	331	-	-	-	-	-	-	-	-	13,422	-	62,762	490.77	1,176.84
1983	12,928	6,615	10,283	11,110	7,556	2,473	-	-	2,209	-	23	178	-	-	-	-	-	-	-	-	5,845	-	59,220	627.51	1,568.76
1984	20,399	5,185	5,627	10,448	2,726	2,300	-	-	3,386	-	-	718	-	-	-	-	-	-	-	-	5,925	-	56,714	500.00	1,265.49
1985	37,133	8,336	7,384	9,218	4,751	2,965	-	-	1,514	-	-	792	-	-	-	-	-	-	-	-	5,601	-	77,694	500.00	1,419.61
1986	27,235	8,790	10,286	6,255	4,847	2,597	-	-	3,111	-	530	25	-	-	-	-	-	-	-	-	4,982	-	68,658	576.20	1,752.85
1987	39,292	9,953	9,559	440	5,889	2,055	-	-	2,271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,558	-	74,017	747.60	2,313.94
1988	27,622	13,437	6,524	2,219	7,390	3,268	-	-	2,759	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900	-	68,121	763.90	2,423.59
1989	39,949	15,184	12,404	15,429	8,462	4,830	-	-	1,609	-	401	229	-	-	-	-	-	-	-	-	3,227	-	101,724	757.84	2,446.00
1990	57,486	8,307	5,957	13,980	7,672	4,563	-	-	471	-	1,385	776	-	-	-	-	-	-	-	-	3,217	-	103,814	781.54	2,691.63
1991	75,656	8,583	28,574	23,087	3,772	3,480	25	-	1,124	-	1,628	642	-	-	-	-	-	-	-	-	585	-	147,156	769.30	2,818.65
1992	93,132	12,975	34,377	25,825	3,251	5,804	37	-	1,617	-	10,537	313	-	-	-	-	-	228	-	-	16	-	188,124	901.97	3,513.26
1993	106,387	15,810	26,407	15,866	2,441	5,396	37	-	1,800	-	67,938	1,739	-	-	-	-	-	328	12	-	347	-	244,508	1,009.09	3,986.97
1994	91,385	15,051	14,912	6,470	624	4,233	382	-	1,864	-	47,826	391	1,558	-	-	-	-	1,335	12	-	269	-	186,326	1,153.54	4,629.63
1995	84,009	14,686	17,492	20,949	71	3,004	406	-	1,106	-	35,174	3,762	3,315	-	-	-	-	2,659	26	-	681	-	187,543	1,201.52	4,838.31
1996	72,734	23,812	21,042	8,691	112	3,759	490	-	1,966	-	66,631	5,304	2,759	-	-	-	-	3,062	229	-	1,156	-	211,714	1,355.34	5,685.30
1997	106,534	54,719	21,126	5,985	1,873	5,010	907	-	1,934	-	2,844	27,401	889	-	-	-	-	303	196	-	1,314	-	231,077	1,525.03	6,709.15
1998	158,715	38,796	25,444	4,779	6,806	7,014	1,389	-	1,254	8	551	21,728	578	-	-	-	-	169	238	-	420	-	267,667	1,599.24	7,513.23
1999	185,739	32,344	22,400	4,045	5,611	4,639	219	-	1,744	16	-	9,596	1,501	-	-	7	-	1	16	-	181	-	268,182	1,806.63	8,882.74
2000	144,618	34,034	594	5,258	1,433	4,637	-	95	1,010	54	17,237	11,095	990	-	-	22	9	1,420	139	-	4	-	222,686	1,954.95	10,199.12
2001	137,248	16,252	5,341	4,561	223	4,371	-	1,829	450	153	4,921	9,615	1,561	-	-	19	3	2,958	271	-	1,017	-	189,060	2,071.03	11,590.79
2002	163,269	25,462	15,769	3,854	552	5,421	2	2,128	1,574	136	85	6,856	28	-	19	37	17	154	272	-	133	-	225,256	2,847.79	16,484.53
2003	162,131	37,346	26,722	4,029	94	7,482	3	6,022	2,855	784	28	5,304	3,771	166	28	12	26	980	59	-	301	-	254,190	3,177.63	18,485.12
2004	139,031	47,012	41,108	4,435	1,268	9,194	-	9,101	606	923	224	6,948	215	2,055	550	47	33	1,802	-	-	2,859	8,582	172,958	3,565.31	21,286.52
2005	80,425	61,978	47,029	4,827	2,114	10,716	14	2,822	972	885	2,911	9,651	223	2,793	950	79	207	191	44	-	4,015	12,240	252,702	4,249.87	27,304.34
2006	109,513	130,204	35,775	8,082	7,691	16,355	821	494	104	2,380	20,469	20,139	992	1,625	1,428	174	639	496	1,381	-	8,995	10,722	381,516	5,484.08	38,366.56
2007	204,112	226,392	4,212	17,478	15,130	16,433	3,541	682	1,480	1,726	273,201	38,324	39	972	10,950	164	1,068	1,186	2,090	-	1,827	10,222	832,609	6,562.71	45,337.35
2008	132,124	419,355	319	52,896	25,548	13,182	8,444	1,691	5,067	170	131,762	56,581	1,521	952	6,928	133	1,891	1,054	3,658	-	2,461	10,914	875,055	8,979.00	61,587.83
2009	14,666	258,348	10	41,704	11,672	28,426	13,941	2,235	22,742	514	12,402	39,581	1,474	1,253	5,339	39	3,018	2,699	3,071	412	5,036	8,485	475,275	10,717.73	73,981.46
2010	7,069	203,308	48	42,641	12,085	21,824	17,268	4,387	12,132	14	919	39,053	2,699	173	6,726	17	2,730	2,191	1,826	2,288	4,017	7,560	390,702	11,004.73	76,639.97
2011	15,039	282,739	29	135,265	13,111	13,996	19,169	11,26	89	79	742	48,667	2,021	30	7,624	20	3,312	5,150	3,705	234	3,566	7,440	568,062	12,168.09	90,240.85
2012	21,232	215,452	2	170,326	28,801	21,777	14,864	21,383	14,975	23	804	58,657	1,447	17	9,280	420	7,478	5,038	5,353	359	10,190	9,509	607,798	14,163.99	115,816.93
2013	12,654	14,241	6	134,028	57,584	25,155	15,098	20,338	7,175	211	3,853	60,057	2,121	14	4,792	41	949	5,971	5,421	7,456	21,279	9,224	409,253	13,832.13	108,066.93
2014	10,657	24,232	3,094	105,748	87,575	23,378	16,640	22,093	4,461	86	5,134	54,750	1,748	16	856	55	266	6,633	5,938	13,627	28,762	11,690	425,684	14,942.57	115,969.62
2015	58,270	25,271	17,472	129,859	123,965	20,720	19,113	23,017	231	350	30,483	55,523	2,359	4	44	99	601	6,354	4,753	13,982	19,638	4,697	555,881	15,270.99	119,363.62
2016	143,913	8,131	39,188	188,247	120,382	72,167	15,095	20,449	-	739	40,126	54,730	1,980	11	3	156	758	5,836	4,679	4,738	23,236	10,590	757,731	13,690.77	107,294.60
2017	551,308	4,135	49,604	89,074	82,012	19,318	8,327	9,724	1	1,716	99,787	40,101	1,829	7	1	145	30	8,587	5,942	3,819	9,731	12,302	1,008,525	13,526.84	110,246.67
2018	257,317	3,235	27,637	72,504	76,560	811	5,991	20,347	63	824	175,927	41,393	2,287	8	-	163	48	4,480	6,608	19,567	15,790	13,244	734,181	15,544.68	130,293.61
2019	399,000	3,318	12,299	72,654	50,292	133	4,863	3,068	213	1	545	49,829	1,647	11	2	229	1	3,628	7,576	9,266	10,619	53,686	700,159	18,354.94	155,021.58
2020	133,997	853	1,743	17,398	3,503	1	479	183,631	-	2	121	9,418	208	11	-	99	-	528	2,000	-	3,425	4,364	181,218	6,964.55	59,295.70
Total	**4,183,585**	**2,372,398**	**630,693**	**1,518,268**	**811,593**	**410,461**	**167,565**	**1,40**	**122,402**	**11,794**	**1,057,177**	**792,075**	**41,760**	**10,118**	**55,520**	**2,186**	**23,084**	**75,421**	**71,476**	**75,748**	**258,075**	**205,471**	**13,080,501**	**217,052.07**	**1,580,216.89**
%	31.98	18.14	4.82	11.61	6.20	3.14	1.28		0.94	0.09	8.08	6.06	0.32	0.008	0.42	0.02	0.18	0.58	0.55	0.58	1.97	1.57		Remittance Uo to May, 2020	

**Remittance Source: Bangladesh Bank (www.bangladesh-bank.org/econdata/wegermidtl.php)

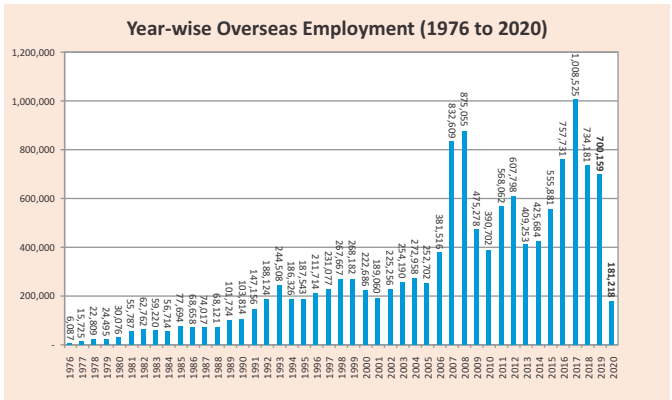

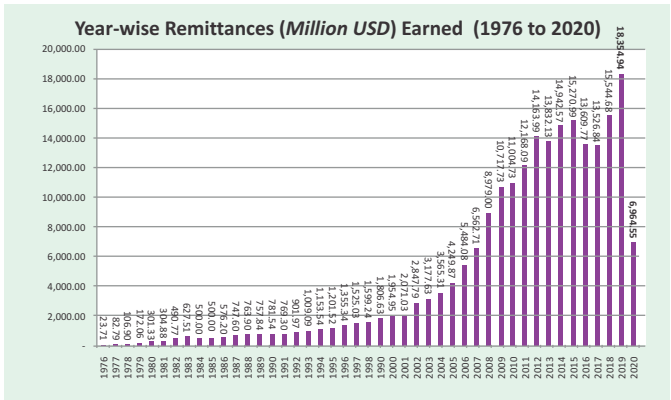

আদান প্রদানের ভারসাম্য (ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট)[ii]

অভিবাসন প্রধানত দুটি উপায়ে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; প্রথমত, এটি বেকারত্ব হ্রাস করে এবং দ্বিতীয়ত, অভিবাসনের ফলে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ে। এই অভিবাসন সারা বছর ধরে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য অনুকূল; কারণ রেমিট্যান্স প্রবাহ প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিবাসন এবং রেমিট্যান্সের মধ্যে যোগসূত্র স্বতঃসিদ্ধ। প্রেরণকারী দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উভয়েরই নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। রেমিট্যান্স আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে।

রেমিট্যান্স ব্যালেন্স অব পেমেন্ট বজায় রাখা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সমৃদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও

ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের উপর রেমিট্যান্সের প্রভাব

বছর	রেমিট্যান্স	আমদানি	রপ্তানি	বানিজ্য ভারসাম্য
২০০২-২০০৩	৩.০৬	৯.৬৬	৬.৪৪	৩.১১
২০০৩-২০০৪	৩.৩৭	১০.৮৬	৭.৬	৩.২৫
২০০৪-২০০৫	৩.৮৫	১৩.১৮	৮.৬৫	৪.৫২
২০০৫-২০০৬	৪.৮	৪.৭৫	১০.৫৩	৪.২২
২০০৬-২০০৭	৫.৯৮	১৭.১৬	১২.১৮	৪.৯৮
২০০৭-২০০৮	৭.৯২	২১.৬৩	১৪.১১	৭.৫২
২০০৮-২০০৯	৯.৬৯	২২.৫১	১৫.৫৭	৬.৯৪
২০০৯-২০০১০	১০.৯৭	২৩.৭৪	১৬.২	৭.৫৩

দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-তে এর বিশাল অবদান রয়েছে।

রেমিট্যান্সের জন্য নতুন ব্যাংক একাউন্ট খোলার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

১. ব্যাংক নির্ধারিত একাউন্ট খোলার আবেদনপত্র
২. জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট
৩. কয়েককপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি
৪. নমিনির পরিচয়পত্র (জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট/বার্থ সার্টিফিকেট)-এর কপি
৫. নমিনির এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি
৬. পাসপোর্টের ফটোকপি
৭. ভিসার কপি
৮. চুক্তিপত্র

রেমিট্যান্স ব্যবহারের ধরন[iii]

রেমিট্যান্সের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জমি ক্রয় এবং বাড়ি নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হয়। বিদেশে যাওয়ার সময়, একজন অভিবাসী কর্মী সাধারণত জমি বা অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রি করে বা বন্ধক রেখে অভিবাসন ব্যয়ের অর্থ জোগাড় করে থাকেন। এজন্য, বিক্রয় বা বন্ধকি জমি পুনরুদ্ধার করতে রেমিট্যান্সের কিছু অংশ ব্যবহার করা হয়। আরও তথ্যের জন্য পাশের চার্টটি দেখুন:

বাংলাদেশে রেমিট্যান্স ব্যবহারের ধরন

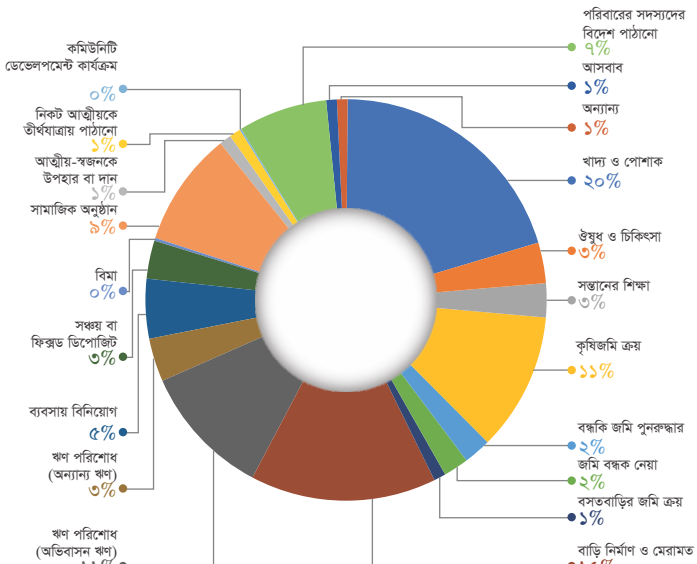

রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোর পদক্ষেপসমূহ[iv]

রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো:

- ৪০ টি ব্যাংককে রেমিট্যান্স সংগ্রহের জন্য বিশ্বের ৩০০ টি এক্সচেঞ্জ হাউস দিয়ে ৮৮৫০ ড্রইং ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২৫০ টি এক্সচেঞ্জ হাউসের সাথে প্রায় ৬৫০ ড্রইং ব্যবস্থা এখন চালু রয়েছে।
- কিছু ব্যাংক ইতোমধ্যে বিদেশে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রেমিট্যান্স সংগ্রহের জন্য অফিস স্থাপন করেছে।
- ২৪টি স্থানীয় ব্যাংকের বিদেশে ৬৯টি এক্সচেঞ্জ হাউস/শাখা অফিস/প্রতিনিধি অফিসের মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর অনুমতি রয়েছে।
- বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন) ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে উদ্বোধন করা হয়। অন্যান্য তহবিল স্থানান্তর কার্যক্রমের পাশাপাশি ব্যাংক থেকে ব্যাংক ক্লিয়ারিং সিস্টেমের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের দ্রুত রেমিট্যান্স সরবরাহ করা সম্ভব ।
- ১৬টি মনিটারি ফিন্যান্স ইনস্টিটিউশন (এমএফআইএস) -এর রেমিট্যান্স বিতরণের অনুমতি রয়েছে। এখন বিভিন্ন ব্যাংক যেমন, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, সিটি ব্যাংক এন এ এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড দেশের বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর যেমন, গ্রামীণ ফোন, বাংলালিংক ও রবির দেশব্যাপী আউটলেটগুলি ব্যবহার করে রেমিট্যান্স বিতরণ করার অনুমতি পেয়েছে।
- মানি ট্রান্সমিটারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়াতে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে কিছু বহুজাতিক মানি রেমিটার/এক্সচেঞ্জ হাউসের সাথে চুক্তি সংশোধন করতে নির্দেশ দিয়েছে, যা "ক্যাশ এক্সক্লুসিভিটি ক্লজ" বা অন্য কোন ধারা অপসারণ করে, যাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা বাড়তে পারে।

ঋণ

ঋণ হলো যখন আপনি ভবিষ্যতে লাভসহ মূলধন পরিশোধের উদ্দেশ্যে বন্ধু, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করবেন। মূলধন হলো আপনি যে অর্থ ধার নিয়েছেন তার পরিমাণ আর লভ্যাংশ হলো ঋণ গ্রহনের ফলে তার দায়ভার।

অভিবাসন ঋণ পরিশোধের চার্জ ও নিয়মাবলি

- অভিবাসন ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার মাত্র শতকরা ০৯ টাকা।
- পরিশোধের দিন হতে সর্বোচ্চ ০২(দুই) মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হয়।
- দেশ ভেদে প্রাপ্ত ভিসার মেয়াদ অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ০২ বছর (২২ টি মাসিক কিস্তিতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করতে হবে)। যেমনঃ সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত,বাহারাইন, মরিশাস, ব্রুনাই, কাতার, ইতালি, ইউরোপ, ইত্যাদি।
- সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে ১০ কিস্তিতে ০১ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

অভিবাসীর জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণের ধরন

- অভিবাসন ঋণ
- পূনর্বাসন ঋণ

সঞ্চয়

সঞ্চয় খরচের বিপরীত শব্দ নয়। এর মানে হচ্ছে ভবিষ্যতে খরচ করার জন্য আপনার টাকা গচ্ছিত রাখা।

সফলভাবে সঞ্চয় করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ টিপস

- ব্যয় করার আগে সঞ্চয় করুন
- কোনটি আপনার 'চাহিদা' এবং কোনটি আপনার 'প্রয়োজনীয়তা' তা নিরুপণ করুন
- বাজেট ও জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে আপনার আর্থিক পরিকল্পনা করুন।

বিমা

আপনার কাছে সঞ্চয় না থাকলেও, আপনার বীমা আপনার প্রিয়জনকে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সামাজিক সুরক্ষা দেবে।

সুতরাং...

সঞ্চয়ই শেষ নয়।

একজনকে অবশ্যই সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং বিমা করা শিখতে হবে।

বিনিয়োগ বা বিমা করার আগে আপনাকে অবশ্যই সঞ্চয় করতে শিখতে হবে।

আপনার সঞ্চয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য টিপস

- আয় বৃদ্ধি করুন
- খরচ কমান
- সঞ্চয়ের জন্য সময় বাড়ান
- লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্ধারিত সঞ্চয় পরিমাণ কমিয়ে আনুন
- বেশি উপার্জনের জন্য বহুমুখী বিনিযোগ করা

রেমিট্যান্সে ২% নগদ প্রণোদনা

- এক্সচেঞ্জ হাউস / ব্যাংকের মাধ্যমে ১৫০,০০০ টাকা বা সমতুল্য মুদ্রা মজুরি রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে ২% নগদ প্রণোদনা পাওয়ার জন্য কোন কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে না।

- তবে মজুরি রেমিট্যান্স যদি ১৫০,০০০ টাকার বেশি হয় সেক্ষেত্রে, রেমিট্যান্স প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি একই হন এবং প্রবাসে থাকেন, তবে তিনি তার ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় সরাসরি ফোন বা ইমেইলে যোগাযোগ করে প্রণোদনা দাবি করতে পারেন।
- তবে যদি রেমিট্যান্স বাংলাদেশি সুবিধাভোগীর কাছে পাঠানো হয় (যদি রেমিট্যান্স গ্রহনকারী অন্য ব্যক্তি হয় এবং অর্থের পরিমান ১৫০,০০০ টাকার বেশি হয়) তবে তিনি বাংলাদেশে তার ব্যাংকে প্রণোদনা দাবি করতে পারবেন।
- করসপনডেন্ট ব্যাংক/গ্রাহক ব্যাংক নগদ প্রণোদনা প্রদানের সময় সুবিধাভোগীকে নিম্নলিখিত নথিগুলি জমা দিতে অনুরোধ করতে পারে:
  - পাসপোর্টের কপি
  - নিয়োগ পত্রের কপি/বিদেশি নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর/বিএমইটি (জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো) অনুমোদিত কপি/নম্বর
  - রেসিডেন্স পারমিট কপি/নম্বর
  - বিদেশে ব্যবসায়িক আয় থেকে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে বাণিজ্য লাইসেন্সের কপি
- মজুরির মাধ্যমে রেমিট্যান্স উপার্জনকারীর সুবিধাভোগীগণ নগদ প্রণোদনা পাওয়ার জন্য পাঁচ (০৫) কর্মদিবসের মধ্যে তাদের ব্যাংক শাখায় উপরে বর্ণিত নথিগুলি জমা দিবেন।

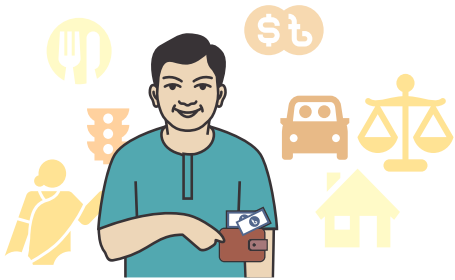

বিনিয়োগ

শুধু সঞ্চয়ই যথেষ্ট নয়; আপনাকে সঠিকভাবে বিনিয়োগ করে আপনার অর্থ বৃদ্ধি করতে হবে।

বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ টিপস

- প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করুন
- বিনিয়োগের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন
- বিনিয়োগে বৈচিত্র্য আনুন; এক ঝুড়িতে সব ডিম রাখবেন না
- তাড়াতাড়ি শুরু করুন (আপনি যত দ্রুত বিনিয়োগ শুরু করবেন, ততই ভালো। আপনি যত তাড়াতাড়ি শুরু করবেন, আপনার বিনিয়োগের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতি বছর আপনার কম অর্থের প্রয়োজন হবে। আপনার আয় সময়ের সাথে সাথে বাড়বে, তাই বিনিয়োগ শুরু করতে ভয় পাবেন না)

বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করা

রাষ্ট্র

- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ফেরত আসা অভিবাসীদের পুনরায় অভিবাসনের বিমান ভাড়ার জন্য সর্বোচ্চ ০১ লাখ টাকা (১,২৫০ মার্কিন ডলার) ঋণ প্রদান করে। এছাড়াও জামানত বা বন্ধক ছাড়া শুধুমাত্র সম্পত্তির কাগজপত্রের ভিত্তিতে পূণরেকত্রীকরণের জন্য ১০ লাখ টাকা (১২,৫০০ মার্কিন ডলার) পর্যন্ত ঋণ প্রদান করে।
- ফেরত আসা অভিবাসীদের ব্যবসা, বিনিয়োগ বা জীবিকার জন্য ৭০০ কোটি টাকার বিশেষ ঋণ সুবিধা প্রদান করে।

বেসরকারি খাত

ব্যাংক তার সাধারণ ঋণ প্রকল্পের অধীনে পূণরেকত্রীকরণ (রিইন্টিগ্রেশন) ঋণ প্রস্তাব করতে পারে। ব্র্যাক ব্যাংক তার সাধারণ ঋণ প্রকল্পের আওতায় পূণরেকত্রীকরণ ঋণ প্রদান করে।

সুশীল সমাজ

প্রত্যাগত অভিবাসী যারা পুনরায় অভিবাসন করতে ইচ্ছুক তাদের সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন বা সুশীল সমাজ এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা অভিবাসন লোন প্রদান করে।

কেউ ব্যর্থ হওয়ার জন্য পরিকল্পনা করে না
বরং অনেকে পরিকল্পনা করতেই ব্যর্থ হয়

i. জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
ii. প্রোফাইল অব মাইগ্রেশন, রেমিট্যান্স এন্ড ইমপ্যাক্ট অন ইকোনোমি -ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, পরিচালক, বিএমইটি।
iii. প্রোফাইল অব মাইগ্রেশন, রেমিট্যান্স এন্ড ইমপ্যাক্ট অন ইকোনোমি -ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, পরিচালক, বিএমইটি।
iv. বাংলাদেশ ব্যাংক, রিসার্স ডিপার্টমেন্ট
v. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
vi. বাংলাদেশ ব্যাংক

যদি পরিবারের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া না হয়; তাহলে অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন হবে না...

সঠিক পথে বিনিয়োগ করুন আপনার অর্থ আপনিই বাড়াতে পারবেন

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ঢাকা
নীচ তলা, প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র, কুমিল্লা
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কুমিল্লা
২৫, চান্দলা হাউজ, বাগিচাগাঁও, কুমিল্লা-৩৫০০
বাংলাদেশ

01730666936 (ঢাকা), 01713086330 (কুমিল্লা)
info@mrc-bangladesh.org www.mrc-bangladesh.org
Migrant Resource Centre Bangladesh
mrc_bangladesh mrc_bangladesh

সহযোগিতায়
European Union
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation
Federal Department of Justice and Police FDJP
State Secretariat for Migration SEM

বাস্তবায়নে
ICMPD
International Centre for Migration Policy Development